অধ্যায় ২ ঃ কবিতা — ২

অধ্যায় বিন্যাস

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

২.২ পরিচিতি

২.৩ পুরাতন ভৃত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.৩.১ কবিতার সার-সংক্ষেপ

২.৩.২ কবিতা বিশ্লেষণ

২.৩.৩ শব্দার্থ

২.৪ অধ্যায় সংক্ষেপ

২.৫ অতিরিক্ত পঠন

২.৬ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

২.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনারা জানবেন —

- 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় দেখবেন প্রভু ও ভৃত্যের সুকোমল মানবিক সম্পর্কের ছবি।
- অবহেলিত ভৃত্য কেষ্টার আত্মত্যাগেয় করুণ কাহিনি জানবেন।

২.২ পরিচিত

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) *কথা*-য় কবিতাগুলো দুই অংশে প্রকাশিত হয় — *কাহিনী* ও *কথা*। *কথা*-র প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে এই দুই অংশের কবিতা নিয়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে আলাদাভাবে *কথা ও কাহিনী* নামে বই প্রকাশিত হয়। তখন 'পুরাতন ভৃত্য কবিতাটি 'কাহিনী' অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

২.৩ পুরাতন ভৃত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর।
যা-কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, 'কেষ্টা বেটাই চোর।'
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।

বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ, চীৎকার করি 'কেষ্টা' —
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে —
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা—
মহাকলরবে গালি দেই যবে 'পাজি হতভাগা গাধা'—
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্তঙ্গ
তবুমায়া তার ত্যাগ করা ভার— বড়ো পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, 'আর পারি নাকোঙ্গ
রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন; বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেলঙ্গ শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার—
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর।'
শুনে মহাবেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে;
বলি তারে, 'পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়; পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্নমুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি-অকাত চিত্তঙ্গ
ছাড়লে না ছাড়ে, কী করিব তারে মোর পুরাতন ভৃত্য।
সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়, বুঝায়ে বলিনু তারে
পতির পুণ্যে, সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
'পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।'
আমি কহিলাম 'আরে রাম রাম। নিবারণ সাথে যাবে।'
রেলগাড়ি ধায়; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর কত বা সহিব নিত্যঙ্গ
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য।

নামিনু শ্রীধামে, দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।
জন ছয় সাতে মিলি একসাথে পরমবন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হল আশা আরামে দিবস যাবে।
কোথাব্রজবালাঙ্গকোথা বনমালাঙ্গ কোথা বনমালী হরিঙ্গ
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্তঙ্গ আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ—
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ, ‘কেষ্ট, আয় রে কাছে।
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।’
হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত।
নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত;
দাঁড়ায় নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, ‘কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন,
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে দেখিতে পাইবে পুন।’
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম; তাহারে ধরিল জ্বরে—
নিল সে আমার কালব্যাধিকার আপনার দেহ— ‘পরে।
হায়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু’দিন, বন্ধ হইল নাড়ী—
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ—
আজ সাতে নেই চিরসাথি সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।

২.৩.১ কবিতার সারাংশ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা ‘পুরাতন ভৃত্য’। এই কবিতাটি রবি ঠাকুর রচিত *কথা ও কাহিনী* কাব্যের ‘কাহিনী’ অংশের অন্তর্গত। কবিতাটিতে প্রভু ও ভৃত্যের সুকোমল মানবিক সম্পর্কের ছবি চিত্রিত হয়েছে। কবিতার আরম্ভেই অগোছানো ও আত্মভোলা স্বভাবের এক ভৃত্যের উল্লেখ পাই। যার চেহারা ভূতের মতন। এই ভৃত্যটির নাম কেষ্টা। সে বহুদিন ধরে একই বড়িতে কাজ করছে। তাই তাকে বলা হয় পুরাতন ভৃত্য। কিন্তু বাড়ির গিন্নি এই ভৃত্যকে মোটেও পছন্দ করেন না। এমনকী বড়িতে কিছু হারালে, গিন্নি তার দায় কেষ্টার উপরেই বর্তান।

বড়ির কর্তা তাকে স্নেহ করেন। কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাকে প্রাণপনে ডাকলেও পাওয়া যায় না। এমনকী তাকে কিছু রাখতে দিলে, সে ভুলে যায় কোথায় রেখেছে। এরজন্য তাকে বড়ির কর্তা বকলে, সে দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে হাসে। তবু বাড়ির কর্তা কেষ্টার মায়া ত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু বড়ির গিন্নি কেষ্টার প্রতি রুক্ষমূর্তি। কারণ কেষ্টাকে কোনও কাজের জন্যে বাজারে পাঠালে, সেদিন আর তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এমনকী সে টাকার হিসাবও ভুল করে। এইজন্য সে বাড়ির কর্তার কাছে বেতন থেকে বেত বেশি পায়। কেষ্টার এইসব দোষের জন্যে বাড়ির গিন্নি, বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন কর্তাকে। তিনি বলেন কেষ্টাকে রেখে কোনও কাজ হয় না, বরং টাকাগুলি জলের মতো খরচ হচ্ছে। তিনি বাড়ির কর্তাকে উপদেশ দেন একটু চেষ্টা করলেই ভালো ভৃত্য খুঁজে পাওয়া যায়। গিন্নির কথায় বাড়ির কর্তা রেগে গিয়ে একদিন কেষ্টাকে ঘর থেকে বের করে দেন। কেষ্টা ধীরে ধীরে চলে গেলে, কর্তা মনে করেন এক গুরুতর দায় ভার থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু কর্তার আচরণে কেষ্টা দুঃখ অনুভব করেন না, বরং প্রসন্নমুখে পরের দিন পুনরায় ফিরে আসে।

একবার বড়ির কর্তা দালালি করে মোটা অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই টাকায় বৃন্দাবন ঘুরতে যান। সঙ্গে নেন কেষ্টাকে। শ্রীধামে গিয়ে কর্তা সাতজন বন্ধুকে নিয়ে একটি বড়িতে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু সেখানে তিনি সুখ পাননি। কারণ দুইদিন পর তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হল। কর্তার সকল বন্ধুরা চলে গেলেও, কেষ্টা তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। সে পরম স্নেহে দিন-রাত যত্ন করে কর্তাকে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু পরবর্তীতে বসন্ত কেষ্টার মাঝে সংক্রামিত হলে, তার অকাল করুণ মৃত্যু হয়। কেষ্টার এই আত্মত্যাগ বড়ির কর্তার অন্তরে তাকে নতুন রূপে ভাস্বর ও জীবন্ত করে তোলে। পরম প্রিয় ভৃত্যকে হারিয়ে নিতান্ত নিঃসঙ্গ কর্তা নিজ গৃহে ফিরে আসেন। কবিতাটিতে প্রভুর প্রতি কেষ্টার এই সুগভীর নিষ্ঠা, আত্মনিবেদন চিরকালীন মানবিক সম্পর্কের সত্য স্বরূপটিকেই উদ্‌ঘাটন করেছে।

২.৩.২ কবিতা বিশ্লেষণ

কথা ও কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের অন্তর্গত একটি হৃদয়স্পর্শী কবিতা 'পুরাতন ভৃত্য'। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রভু ও ভৃত্যের একটি মধুর সম্পর্কের ছবিকে তুলে ধরেছেন। প্রভুর প্রতি পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার আনুগত্য ও নিষ্ঠা এবং ভৃত্যের প্রতি গৃহকর্তার প্রাণভরা ভালোবাসা ও আস্থা কবিতাটিকে এক রসঘন লোকে উত্তীর্ণ করেছে। বড়ির গিন্নি ও কর্তা পুরাতন ভৃত্য কেষ্টাকে যতই বকুক না কেন, সে সেদিকে বিন্দুমাত্র কান না দিয়ে সরল মনে নিজের কর্তব্য পালন করেছে। এমনকী কবিতার শেষাংশে দেখা যায় কেষ্টা তার জীবন দিয়ে প্রভুর প্রতি

শেষ কর্তব্য পালন করেছে। প্রভু ও ভৃত্যের এই মানবিক সম্পর্কের মর্মস্পর্শী করুণ আবেদন কবিতাটিকে চিরকালের সামগ্রী করে তুলেছে।

কবিতার শুরুতেই দেখি বাড়ির কর্তা ভৃত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। ভৃত্যের রূপটি 'ভূতের মতন' অর্থাৎ সে দেখতে কুৎসিত। সেই সঙ্গে তার বুদ্ধিও কম। বাড়ির গিন্নির বহুদিন ধরে কাজ করে আসা এই ভৃত্যের উপর প্রচণ্ড রাগ। বাড়িতে কোনও কিছু হারালে গিন্নি বলেন "কেষ্টা বেটাই চোর।" বড়ির এই পুরাতন ভৃত্যকে অতি প্রয়োজনের সময় প্রাণ পণে ডাকলেও, তার সারা পাওয়া যায়না। তাকে কিছু রাখতে দিলে, কোথায় রেখেছে সে ভুলে যায়। এমনকী বাজারে গেলে, সারাদিন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। টাকার হিসাবও সে গুলিয়ে ফেলে। এই সবের জন্য কর্তার কাছে বেতনের তুলনায় সে বেত বেশি পায়। তবুও কেষ্টার কোনও অনুতাপ বা চেতনা নেই। আসলে কেষ্টা অনেকটা অগোছালো স্বভাবের লোক। তাই তো সে দিনে-দুপুরে যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। এর জন্যে কর্তা 'পাজি হতভাগা গাধা' বলে গালি দিলে, সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাসে। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও বাড়ির কর্তা পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার প্রতি তাঁর মায়া ত্যাগ করতে পারেন না।

তবে বাড়িতে গিন্নি এই ব্যাপারে একেবারে 'রুক্ষমূর্তি'। তিনি কেষ্টার এরূপ আচরণ সহ্য করতে পারেন না। তিনি মাঝেমধ্যে কর্তাকে হুমকি দেন, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন বলে। তাঁর মতে কেষ্টাকে কাজে রেখে দিনের পর দিন শুধু টাকা গুলি জলের মতো খরচ হচ্ছে। তিনি বাড়ির কর্তাকে উপদেশ দেন কেষ্টাকে ছাড়িয়ে অন্য ভৃত্য রাখতে। তাই বাড়ির কর্তা রেগে গিয়ে গিন্নির মন রক্ষার্থে একদিন কেষ্টার টিকি টেনে ঘর থেকে বের করে দেন। কেষ্টা ধীরে ধীরে সেখান থেকে প্রস্থান করলে বাড়ির কর্তা ভাবেন তিনি গুরুতর দায় ভার থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু কর্তার এরূপ কার্যে কেষ্টা একটুকুও দুঃখ পায় না; সে প্রসন্নমুখে পরেরদিন পুনরায় বাড়ি ফিরে আসে।

একবার বাড়ির কর্তা দালালি করে মোটা অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই অর্থে বৃন্দাবন ঘুরবেন বলে স্থির করেন। এই কথা শুনে গিন্নিও স্বামী সঙ্গিনী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গিন্নি বৃন্দাবন গেলে অধিক অর্থ খরচ হবে বলে, কর্তা বলেন- "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য" অর্থাৎ স্বামী তীর্থ ভ্রমণ করলে স্ত্রীর আপনা আপনি পুণ্যার্জন হয়ে যায়। গিন্নিকে এইসব বুঝিয়ে, কর্তা কেষ্টাকে নিয়ে তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। শ্রীধাম পৌঁছে কর্তা আরও সাতজন বন্ধুকে নিয়ে একটি বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। যদিও তিনি ভেবেছিলেন সেখানে কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটাবেন; কিন্তু এই সুখ তাঁর বেশি দিন সইল না। পুণ্য করতে এসে তিনি অনুভব করলেন।

"কোথা ব্রজবালাঙ্গ কোথা বনমালাঙ্গ কোথা বনমালী হরিঙ্গ
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্তঙ্গ আমি বসন্তে মরিঙ্গ"

অর্থাৎ বৃন্দাবনে কর্তা মহাশয় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। যে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে কর্তা

আনন্দ করবেন ভেবেছিলেন, তাঁরা সকলে ভয়ে পালিয়েছেন। ব্যাধিগ্রস্থ শরীর নিয়ে কর্তা একা ঘরে মনে মনে ভাবেন— "এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।" দিনরাত কর্তা সকরুণ কণ্ঠে 'কেষ্টা'-কে ডেকে চলেছেন। তখন কেষ্টা দিন-রাত কর্তার সেবা করে। কেষ্টাকে দেখে যেন কর্তার বুক ভরে ওঠে। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কেষ্টা এক নাগারে কর্তার সেবা করে, তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু দুঃভাগ্যের বিষয় কর্তা সুস্থ হয়ে উঠলে, কেষ্টা স্বয়ং বসন্তে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এরপর দুই দিন অচৈতন্য থাকার পর তার করুণ মৃত্যু ঘটে। পরম প্রিয় ভৃত্যকে হারিয়ে নিতান্ত নিঃসঙ্গ কর্তা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি উপলব্ধি করেন আজ তাঁর সঙ্গে চিরসাথি পুরাতন ভৃত্য আর নেই।

এইভাবে কবিতার শেষে বাড়ির কর্তা ভৃত্য কেষ্টার আনুগত্য ও পরম ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর জীবনে কেষ্টার রিক্ততা অনুভব করে বিষাদে ভেঙ্গে পড়েন। একই সঙ্গে কেষ্টাও তার মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এক সাধারণ ভৃত্য থেকে মহিময় মানুষে উত্তীর্ণ হয়ে সাহিত্যের আসরে উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

২.৩.৩ শব্দার্থ

নির্বোধ	=	বুদ্ধিহীন, মূর্খ।
গিন্নি	=	গৃহিণী, গৃহকত্রী
বাপান্ত	=	পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে স্নেহসম্বোধন।
চেতন	=	জ্ঞানযুক্ত, সজীব।
কলরব	=	কোলাহল।
নিদ্রা	=	ঘুম, তন্দ্রা।
দিবস	=	দিন।
প্রসন্ন	=	সন্তুষ্ট।
বলয়	=	বালা, কঙ্কণ, বৃত্তাকার অঞ্চল।
প্রশান্ত	=	অতিশয় শান্ত বা স্থির।
ব্যাধি	=	অসুখ।
নিশি	=	রাত্রি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় বর্ণিত ভৃত্যের চেহারা কেমন?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ কবিতায় উল্লিখিত ভৃত্যের নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ বাড়ির কিছু হারালে গিন্নি কী বলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ গিন্নি ভৃত্যকে গালি দিলে, সে কী করে?

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ বাড়ির কর্তা কীসের মায়া ছাড়তে পারেন না?

.....

প্রশ্ন নং ৬ ঃ কর্তা কেষ্টাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে সে কী করে?

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ বাড়ির কর্তা কোথায় তীর্থ করতে যাবেন বলে স্থির করেন?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ বাড়ির কর্তা গিন্নিকে তীর্থ যাত্রার সময় কেন সঙ্গে নিতে চাননি?

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ বাড়ির কর্তার কী অসুখ হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ কার সেবায় কর্তা সুস্থ হয়ে ওঠেন?

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ কর্তা তীর্থযাত্রা থেকে বড়িতে একা কেন এসেছিলেন?

.....



২.৪ অধ্যায় সংক্ষেপ

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে মানসিক সম্পর্কের স্ফুরণ হতে দেখেছেন।
- কেষ্টার জীবনের ট্রাজেডিকে প্রত্যক্ষ করছেন।
- হাস্যরসের পরিচয় পেয়েছেন।



২.৫ অতিরিক্ত পঠন

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা।*

২) বিশী, প্রথমনাথ; *রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ* ।

৩) ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ; *রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা।*

৪) মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার; *রবীন্দ্র-পরিক্রমা।*



২.৬ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ভূতের মতন।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কেষ্টা।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'কেষ্টা বেটাই চোর'।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সে দয়জার পাশে দাঁড়িয়ে হাসে।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার মায়া।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সে পরদিন আবার ফিরে আসে।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বৃন্দাবন।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খরচ বেশি হবে বলে।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বসন্ত।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কেষ্টার।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কারণ, কেষ্টা মারা গিয়েছিল।



২.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কেষ্টা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন । (অনধিক ৩৫০ শব্দে)

প্রশ্ন ২ ঃ 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার মনিব ও ভৃত্যের সম্পর্কটি স্পষ্ট করুন। (অনধিক ৩৫০ শব্দে)

প্রশ্ন ৩ ঃ 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস সৃষ্টির উদাহরণ দিন। (অনধিক ৩৫০ শব্দে)

*** ***** ***